যুগান্তর

তারিখ .... 6 MAR 2009
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১

শিক্ষার বিকেন্দ্রায়ন

সংসদ অধিবেশনের প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে স্পষ্ট হইয়াছে, সরকার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নে এই ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন আনিতেছে। উহার একটি হইল, সকলের জন্য বিনা বেতনে শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা। উহা ছাড়া স্কুলের সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেওয়া হইতেছে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়কে। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে ২০১১ সালের মধ্যে সকল শিশুকে স্কুলে বাধ্যতামূলক ভর্তির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ড্রপআউট বা ঝরিয়া পড়া রোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে। স্কুলের দায়িত্ব স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করিবার উদ্দেশ্য শিক্ষা ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা হ্রাস করাও এই পরিবর্তনের একটি বড় কারণ সন্দেহ নাই। স্কুলের সমুদয় কর্মকাণ্ড যদি উপজেলাকেন্দ্রিক হয় তাহা হইলে সামান্য কাজে রাজধানীতে বা জেলা শহরে গিয়া ধরনা দিতে হইবে না। ইহাতে সময় ও ব্যয় উভয়ই সাশ্রয় হইবে। দুর্নীতি কমিবারও সুযোগ সৃষ্টি হইবে। গতি আসিবে শিক্ষা কার্যক্রমে। তবে দেখিতে হইবে, স্কুলের দায়িত্ব স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীনে আশায় উহা যেন নূতন জটিলতায় না পড়ে। প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়িয়া তুলিয়া এবং দক্ষ লোকদের নিয়োগ দিয়াই শুরু করিতে হইবে এই কার্যক্রম। স্কুলসংক্রান্ত কোন সিদ্ধান্তে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রভাব থাকিবার আশংকা উড়াইয়া দেওয়া যায় না। স্থানীয় শিক্ষা দফতরকে এইরূপ অন্যায় প্রভাবমুক্ত রাখিবার দায়িত্ব সরকারের। সেই ক্ষেত্রে যেই কোন সিদ্ধান্তে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করিতে হইবে। বর্তমানে দেশে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক। মাধ্যমিক পর্যায়েও কিছু ক্ষেত্রে শর্তসাপেক্ষে বিনা বেতনে শিক্ষার সুযোগ রহিয়াছে। অবশ্য সরকার বলিতেছে, শিক্ষাকে শুধু অবৈতনিক করা হইবে না, সকলের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় সকল শিশুর শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে সারাদেশে ২০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৪০ হাজার শ্রেণীকক্ষ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। বাড়ানো হইতেছে শিক্ষকের সংখ্যাও। এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, প্রাথমিক স্তরে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৪৮ শতাংশ ঝরিয়া পড়ে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করিবার পূর্বেই। ইহার প্রধান কারণ দারিদ্র্য। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই দরিদ্র পরিবারের হওয়ায় পুষ্টিহীনতায় ভোগে। অনাহারে-অর্ধাহারে থাকিয়া ক্লাস করে। তাহাদের একটি বড় অংশ মূলত উপবৃত্তি পাইবার আশায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। কিন্তু বৃত্তির আওতায় আসিতে না পারিয়া অনেকেই বিদ্যালয় ত্যাগ করে। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষা অবৈতনিক হইলেই শিক্ষার হার বাড়িবে সেই নিশ্চয়তা কী? অবশ্য সরকার বলিতেছে, তাহারা শিক্ষার্থীদের ঝরিয়া পড়া রোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ লইয়াছে। যেই পদক্ষেপই লওয়া হউক, দেখিতে হইবে উহার কার্যকারিতা যেন নিশ্চিত হয়। শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুলে টিফিনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। গড়িয়া তুলিতে হইবে বিদ্যালয়ের ভৌত কাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা। শিক্ষকদের দক্ষতা, আন্তরিকতা, সহনশীলতা ইত্যাদি গুণের সমন্বয়ের উপর প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন নির্ভরশীল। শ্রেণীতে পাঠদানের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা জরুরি। প্রশাসনিক দুর্বলতা, অদক্ষতা, সমন্বয়হীনতা, জনবল ঘাটতি এবং বিভিন্ন অনিয়মের কারণে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা একরূপ সংকট কবলিত। বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে এই অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটিলে সেইখানেই উহার সার্থকতা। আমরা সেই প্রত্যাশাই করি।